বাংলার সীমান্তই দেশের নিরাপত্তায় বড় ফাঁক: শাহ

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ২৯ মে

দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় ফাঁক রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। গুজরাটের ভুজের বিএসএফ ফাঁড়িতে বসে এমনই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'এতদিন রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে পশ্চিমবঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি না পাওয়ায় বড় সমস্যা হয়েছে নিরাপত্তায়। তবে বর্তমানে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর সেখানে জোরকদমে সীমান্ত–বেড়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান শাহ। তিনি জানান, বিএসএফের হাতে অতিরিক্ত এলাকা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'একবার সীমান্ত ঘেরার কাজ হয়ে গেলে, আমরা অনুপ্রবেশ রুখতে পারব। এছাড়া, জল এবং বনভূমি এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত রক্ষার কাজে গতি আনা হয়েছে। সেখানেও অনুপ্রবেশ আটকানো সম্ভব হবে।' আগামী দিনে দেশের সমস্ত সীমান্ত সুরক্ষিত করে অনুপ্রবেশকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'দেশের সমস্ত জায়গায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা ধীরে ধীরে তৈরি করতে পেরেছি।' বিএসএফের কঠোর ভূমিকা প্রসঙ্গে শাহ বলেন, কাশ্মীরের ঘন তুষার আবৃত সীমান্ত থেকে শুরু করে সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল, মেঘালয়, অসম, গত ৬ দশকে বিএসএফ প্রথম সারির নিরাপত্তা রক্ষক হিসেবে কাজ করেছে। সারা দেশে চতুর্ভুজাকার নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা এবং শুধুই সীমান্তরক্ষা হিসেবে না দেখে সামগ্রিক ভূখণ্ডের নিরাপত্তা হিসেবেই সার্বিক বিষয়টি দেখার কথা জানান অমিত শাহ। সাম্প্রতিক 'স্মার্ট বর্ডার' প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ইউপিএসসি থেকে এনটিএ-র শেখা উচিত: সুপ্রিম কোর্ট

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৯ মে

এত নজরদারি থাকার পরেও কীভাবে নিট–ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হল, তা নিয়ে এনটিএকে ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রসঙ্গ তুলে শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, তাদের থেকে এনটিএ–র শিক্ষা নেওয়া উচিত। শুক্রবার শুনানিতে এনটিএ–র তরফে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। এই ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারেরও মানসিক চাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত।

বিচারপতি পিএস নরসিংহ, বিচারপতি আলোক আরাধের বেঞ্চের বক্তব্য, 'যুবসমাজের মন ভেঙে দেওয়া আমাদের উচিত নয়।' এদিনের শুনানিতে এনটিএ–র সামগ্রিক সংস্কারের দাবি ওঠে। তুষার মেহতা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষার্থীদের বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং যাতে আগামী দিনে কোনও অনিয়ম না হয়, তার জন্য এবার ব্যক্তিগত ভাবে নজর রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মহারাষ্ট্রে বিষমদ খেয়ে ১৫ জনের মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৮

সংবাদ সংস্থা
পুনে, ২৯ মে

গত দুই দিনে পুনে ও তার আশপাশের এলাকায় বিষমদ খেয়ে অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আরও পাঁচজন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পিম্পরি–চিঞ্চওয়াড়ের ফুগেওয়াড়ি এলাকা এবং পুনের হডপসর অঞ্চলে এই মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, মদে বিষাক্ত পদার্থ মেশানো থাকতে পারে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ফরেনসিক এবং টক্সিকোলজি রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করা যাবে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পুনে এবং পিম্পরি–চিঞ্চওয়াড়ের পুলিশ কমিশনারদের এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

শুধুমাত্র পিম্পরি–চিঞ্চওয়াড়ের ফুগেওয়াড়ি এলাকাতেই আটজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, হডপসর থেকে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে সাসানে নগর এবং কালেপডলের বাসিন্দারাও রয়েছেন। হডপসরে মৃতদের মধ্যে রয়েছেন রাহুল শারদ ক্ষীরসাগর (৪৫), বিজয় ভুকুরলাল শর্মা (৪৫), অরুণ দাদর এবং অশোক রমেশ চবন। ফুগেওয়াড়ির মৃতদের মধ্যে রাজেশ রাজপুত, পাণ্ডুরঙ্গ ফুগে, আনন্দ দেশাই, আকবর পাঠান এবং আনন্দ নিকালজের নাম শনাক্ত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে আরও দু'জনের।

এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক' আখ্যা দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গেছে, পুলিশ এবং আবগারি বিভাগের কর্মকর্তারা ভেজাল মদের উৎস নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে কোনও সংগঠিত অবৈধ উৎপাদন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক সক্রিয় ছিল কি না। পিম্পরি–চিঞ্চওয়াড়ের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

মেরিলিন মনরো ১০০: নানা আয়োজন

শতবর্ষে হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো। পর্দা কাঁপানো মোহময়ীকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে শুরু হচ্ছে জমকালো প্রদর্শনী। ৩১ মে ২০২৬ থেকে শুরু, চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত। 'অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্স'–এ আয়োজিত প্রদর্শনীটির নাম 'মেরিলিন মনরো: হলিউড আইকন'। ১৯২৬ সালের ১ জুন জন্ম মেরিলিনের। প্রদর্শনীতে তাঁর জীবন ও কাজের অজস্র দুর্লভ নিদর্শন তুলে ধরা হবে, যার অনেকগুলোই আগে জনসমক্ষে আসেনি। রয়েছে মেরিলিনের ব্যক্তিগত চিঠি, ফটো এবং তাঁর অভিনীত সিনেমার বেশ কিছু আইকনিক পোশাক। প্রধান আকর্ষণ 'জেন্টলমেন প্রেফার ব্লন্ডস' (১৯৫৩) সিনেমায় মেরিলিনের পরা বিখ্যাত গোলাপি রঙের পোশাকটি।

রামচরিতমানসের দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি

লখনউয়ের রাজ্য আর্কাইভে শুরু হওয়া এক বিশেষ প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেয়েছে ৪০০ বছরের পুরনো রামচরিতমানসের একটি অত্যন্ত বিরল পাণ্ডুলিপি। ঐতিহাসিকদের মতে, পাণ্ডুলিপিটি তৎকালীন শিল্পকলা ও নান্দনিকতার এক জীবন্ত উদাহরণ। এতে রয়েছে প্রায় ৪০০টি সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিনন্দন ছবি। লখনউ রাজ্য আর্কাইভ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি শুধুমাত্র একটি পুরনো পুঁথি নয়, বরং কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী। ইতিহাস–গবেষক থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শনার্থী— সবাই ভিড় জমাচ্ছেন এই দুর্লভ পাণ্ডুলিপিটি এক নজর দেখার জন্য।

মণিপুরে হত হুগলির ট্রাকচালক

আজকালের প্রতিবেদন

মণিপুরে জঙ্গিদের অতর্কিত হানায় হুগলির বাসিন্দা নীতীশ দাস (৬৫) প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় আধাসেনা ও পুলিশের টহলদারির মধ্যেই জঙ্গিরা অতর্কিতে হামলা চালায় ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই)–র চালবাহী ট্রাকে। ঘটনাটি ঘটেছে উখরুল জেলায় ইম্ফল–উখরুল জাতীয় সড়কে। ঘটনাস্থলেই নীতীশের মৃত্যু হয়। জঙ্গি হানায় জখম হয়েছেন মণিপুরের পুলিশকর্মী ডিজিংয়াম মারিংমেই (৩৪)। এই নাগা পুলিশকর্মীর বাড়ি ইম্ফল পশ্চিম জেলায়। তাঁর হাঁটুতে গুলি লেগেছে। সিআরপিএফ, বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশের নজরদারির মধ্যেই জঙ্গি হানার ঘটনায় রাজ্যে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের নিরাপত্তায় আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

২০২৩ সালের ৩ মে থেকে অশান্ত মণিপুর। মেইতেই ও কুকিদের সঙ্ঘর্ষে তিনশোরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ঘরছাড়া ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

সুপ্রিম কোর্ট: টেট দিতে হবে সবাইকে

● ১ পাতার পর

এদিনের রায়ের পর বিষয়টি যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে ২০২৮ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে তাঁরা টেট পাশ না করলে তাঁদের স্বেচ্ছাবসর নিতে হবে। ২০২৫ সালের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষক সংগঠনগুলি। 'নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'–র তরফেও একটি রিভিউ মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

এদিনের রায় নিয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, 'সারা দেশের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এটা বড় আঘাত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স এনে এই সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে হবে। নিয়ম চালু হওয়ার পর তার রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকার এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করুন।'

বিজেপির শিক্ষা সেলের সহ–আহ্বায়ক পিন্টু পারুই আশ্বস্ত করে শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, 'ভোটের আগে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পালন করা হবে। শিক্ষকদের বলব, নিশ্চিন্ত থাকুন। টেট দিতে হবে না। তার জন্য যা যা করণীয়, আইন পরিবর্তন বা অর্ডিন্যান্স জারি, অবশ্যই আমাদের সরকার তা করবে। ২০১১ সালের জুলাই মাসের আগে যাঁদের নিয়োগ হয়েছে তাঁদের যাতে ছাড় দেওয়া যায়, তার জন্য আইন পরিবর্তন বা অর্ডিন্যান্স আনা হবে। পিটিটিআইয়ের ক্ষেত্রে অর্ডিন্যান্স এনে যেভাবে সমস্যার সমাধান হয়েছিল, সেভাবেই এই সমস্যারও সমাধান হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য— সকলেই আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত। খুব শিগগিরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। এই বয়সে নতুন করে শিক্ষকদের আর টেট দেওয়া সম্ভব নয়।'

ত্রিপুরায় বিজেপিকে বুথ স্তর থেকে আরও শক্তিশালী করাই নতুন সভাপতির লক্ষ্য

সমীর ধর
আগরতলা, ২৯ মে

দায়িত্বভার নিয়েই দলকে বুথ ও মণ্ডল স্তর থেকে আদর্শের ভিত্তিতে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিলেন ত্রিপুরা বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়। বুধবারই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ৪২ বছরের এই তরুণ বিধায়ককে ত্রিপুরার রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করেন। বৃহস্পতিবার আগরতলায় দলের রাজ্য দপ্তর কুশাভাউ ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং বিদায়ী রাজ্য সভাপতি রাজ্যসভা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজ্য সভাপতির আসনে বসান। ছিলেন ত্রিপুরায় দলের প্রভারী শিলচরের বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায়। দুপুরের পর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নতুন রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। ছিলেন মন্ত্রি, বিধায়ক–সহ অন্য নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, বিপ্লব দেবের পৈতৃক বাড়ি জামজুরির পাশেই কাকড়াবনে জন্ম

অভিষেক দেবরায়কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। রয়েছেন ড. রাজদীপ রায়, বিদায়ী সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ। আগরতলায় রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরে, শুক্রবার। ছবি: নিতাই দে

ও বেড়ে ওঠা অভিষেকের। বি–ফার্মা পাশ করে এসে এখানেই বুথ স্তর থেকে বিজেপির রাজনীতিতে যোগদান। হিন্দু–মুসলিম ও জাতি–জনজাতির মিশ্র বসতিপূর্ণ কাকড়াবন থেকেই জনপ্রিয়তা অর্জন এবং দ্রুত গোমতী জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক, পরে সভাপতির পদে উত্থান। ২০২৩–এ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। এবার সরাসরি রাজ্য সংগঠনের শীর্ষ পদে। অভিষেক বললেন, 'বিজেপি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে, অন্য দল হলে হত না।' জানালেন, আপাতত সাংগঠনিক কোনও চ্যালেঞ্জ তাঁর নজরে নেই। চ্যালেঞ্জ এলে সবাই মিলে দৃঢ় ভাবে মোকাবিলা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন অভিষেক। পরে সাংবাদিকদের বলেন, সরকার ও দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ত্রিপুরার সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। তাঁর কথায়, 'নেশন ফার্স্ট, সেল্ফ লাস্ট' হল বিজেপির নীতি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি বললেন, ২০২৮–এর বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় আবার বিজেপি সরকার গড়ার জন্য দলকে মজবুত করবেন অভিষেক।

ইনক্রেডিবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L27100WB1979PLC032200
১৪, এন এস রোড, ২ নং ফ্লোর, কলকাতা– ৭০০০০১; ফোন: ৯১ ৩৩ ২২৪৩৪৩৫৫; ফ্যাক্স: ৯১ ৩৩ ২২৪২৮৫৫১
ই–মেল: investorsail@iilgroup.co.in । ওয়েবসাইট: www.incredibleindustries.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল সম্পর্কিত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার। (শেয়ার প্রতি আয় বাদে লক্ষ টাকার অঙ্কে)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বছর	
		৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২১,৯৪৩.৪৯	১৮,৮৯৭.৫০	২৩,০২২.২৫	৮৪,০২৯.৭৮	৭৫,৬১৪.৪৮
২	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার আগে)	৬৩২.৩৪	৩১৫.০৮	৭৩৭.২১	১,৬৬১.১৪	১,৩২৩.৪৫
৩	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার পরে)	৬৩২.৩৪	৩১৫.০৮	৭৩৭.২১	১,৬৬১.১৪	১,৩২৩.৪৫
৪	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার পরে)	৪৫২.১১	১৭৯.৩৫	৫৮৪.০৭	১,১৫১.৬৪	১,২৪৮.৭২
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর–পরবর্তী অন্যান্য বোধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]	৪৭৫.৩৬	১৮৩.২৭	৫৯৬.০১	১,১৮৬.৬৫	১,২৬৪.৪০
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ₹১০/–)	৪,৬৭৬.৩৮	৪,৬৭৬.৩৮	৪,৬৭৬.৩৮	৪,৬৭৬.৩৮	৪,৬৭৬.৩৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	–	–	–	১১,০৩৫.৩০	৯,৮৪৮.৬৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹১০/–) (* বার্ষিকীকৃত নয়)					
	(ক) বুনিয়াদি	*১.০২	*০.৩৯	*১.২৭	২.৫৪	২.৭০
	(খ) মিশ্রিত	*১.০২	*০.৩৯	*১.২৭	২.৫৪	২.৭০

দ্রষ্টব্য:
১) উপরিলিখিত বিবৃতিটি হল সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটগুলি (www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com)–সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটেও (www.incredibleindustries.co.in) উপলব্ধ রয়েছে।
২) উপরোক্ত মেয়াদগুলিতে কোম্পানির প্রতিবেদন উপযোগী কোনও ব্যতিক্রমী ও বিশেষ দফা নেই।
৩) প্রয়োজনমতো উপরিলিখিত পরিসংখ্যানগুলি পুনঃশ্রেণিভুক্ত ও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশ অনুযায়ী
স্বাঃ– রামা শঙ্কর গুপ্তা
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 07843716

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.০৫.২০২৬

ধাত্রে উদ্যোগ লিমিটেড

DHATRE
(CIN: L24319WB1996PLC082021)
রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং এ ১–৪, ব্লক– ইপি এবং জিপি, ইউনিট নং– ১৪০৬, ফ্লোর নং ১৪, সেক্টর–V, বিধান নগর, সিকে মার্কেট, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১, ভারত
কর্পোরেট অফিস: সার্ভে নং ২০২/৩০–৩৪ এবং ৩৮/অংশ, মোদাভালাসা ভিলেজ, ডেনকাডা মণ্ডল, ভিজিয়ানাগ্রাম–৫৩৫০০৬, অন্ধ্রপ্রদেশ
ওয়েবসাইট: www.dhatre.com । ই–মেল: info@dhatre.com । ফোন: ০৩৩ ৪৮০৪ ০৫৯২

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরেরর নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র					পুঞ্জীভূত	
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বছর		সমাপ্ত বছর	
	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কারবার থেকে মোট আয়	–	–	১,৭৭৫.১৮	৯১২.১৮	১৪,৪২৯.৩১	৯১২.১৮	১৪,৪২৯.৩১
মোট খরচ	১১৩.১৭	১৪৭.৭৬	১,৭৩৮.৯৭	১,৩৬০.১৪	১৪,২২০.০২	১,৩৬০.১৪	১৪,২২০.০২
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার আগে)	(৪৭.৬২)	(৭৩.৭৮)	৫৯.৬২	(২১৮.৬৬)	২৩৯.৭৭	(২১৮.৬৬)	২৩৯.৭৭
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার পরে)	(৪৭.৬২)	(৭৩.৭৮)	৫৯.৬২	(২১৮.৬৬)	২৩৯.৭৭	(২১৮.৬৬)	২৩৯.৭৭
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার পরে)	৭.৯০	(৩২.৩৫)	৩৪.৪৩	(১৮২.০৯)	১৬৯.৭৭	(১৮২.০৯)	১৬৯.৭৭
মোট বোধগম্য মুনাফা/(ক্ষতি), করের নিট	(২৭৭.৪৮)	(১৮.৩১)	(২৩৩.৯৩)	(২৫০.০৪)	(৫০৪.০২)	(২৫০.০৪)	(৫০৪.০২)
ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৮৯.৫৫	১,০৮৯.৫৫	১,০৮৯.৫৫	১,০৮৯.৫৫	১,০৮৯.৫৫	১,০৮৯.৫৫	১,০৮৯.৫৫
অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)				৫,৪৪৯.৫৩	৫,৯৫৩.৫৫	৫,৪৪৯.৫৩	৫,৯৫৩.৫৫
শেয়ার–প্রতি আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)							
১. বুনিয়াদি (₹)	০.০১	(০.০৩)	০.০৩	(০.১৭)	০.১৬	(০.১৭)	০.১৬
২. মিশ্রিত (₹)	০.০১	(০.০৩)	০.০৩	(০.১৭)	০.১৬	(০.১৭)	০.১৬

দ্রষ্টব্য:
১. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ মোতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। ত্রৈমাসিক এই আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড–এর www.bseindia.com)–সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটেও (www.dhatre.com) উপলব্ধ রয়েছে।

ধাত্রে উদ্যোগ লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ–
অঙ্কিতা দত্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ মে, ২০২৬

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! | pnb | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস: এসএএম ডিপার্টমেন্ট– উত্তর ২৪ পরগনা
৪৮–এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের কাছে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৪। ফোন: ০৩৩ ২৫৮৪ ৪১৬৯; ই–মেল: cs8291@pnb.bank.in

স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি ই–নিলাম বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক/ গঠনমূলক– প্রতিটি সম্পত্তির পাশে দখলের ধরন উল্লেখ করা আছে) নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে নীচে লেখা তারিখে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।
এই বিক্রি **(https://baanknet.com)** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ: ১৬.০৬.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই–বিক্রয়ের এই পোর্টালে ইএমডি জমা দিতে হবে: https://baanknet.com

অনুমোদিত আধিকারিক/ অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ:
নির্মল ঝা, মোবাইল: ৯৫৩৪২৮৪৩৯৬ এবং শ্রী মণীশ চট্টোপাধ্যায়, মোবাইল: ৮৫৮২৮৬৪৭৮৮, ই–মেল: cs8291@pnb.co.in

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম গ) প্রপার্টি আইডি	সম্পত্তির অবস্থান এবং বিবরণ	১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে বকেয়া পুনরুদ্ধারে সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) গ) বিড গুণক (লক্ষ টাকায়)	ক) ই–নিলামের তারিখ ও সময় খ) দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	ক) আবু বক্কর সিদ্দিক ওরফে আবু বক্কর চিদ্দিকি, পিতা– গোলাম সারোয়ার খ) বেড়াচাঁপা শাখা গ) PUNBABA40482330	বাস্তু জমি এবং বাড়ির সমবন্ধক, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– নন্দীপাড়া, কুচেমোড়া, জে এল নং ৬৭, পুরাতন খতিয়ান নং ২৪৩, ৪২৫, ৯৫, নতুন এল আর খতিয়ান নং ৩৯৪০ (০৯.০৪.২০১৫ তারিখের মিউটেশন সার্টিফিকেট অনুসারে), এল আর দাগ নং ১২৫৭, ১২৬১, ১২৬১/১৪৮০, বন্ধকি জমির পরিমাপ ৪.৫০ ডেসিমেল। এডিএসআরও দেগঙ্গা সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ৫৩, পৃষ্ঠা নং ৩০৩ থেকে ৩১২–তে রেজিস্টার্ড ২০০০ সালের বিক্রয় দলিল নং ২৬২১ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা আবু বক্কর চিদ্দিকির নামে। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– গোলাম সারোয়ারের সম্পত্তি; দক্ষিণ– অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– আরিজুলের সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	₹১৩,৩৪,০৯৮.৩৪ + ০১.০৮.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচাপাতি	ক) ₹৭.৩০ লক্ষ খ) ₹০.৭৩ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ১৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) টিএসএ/৩৭৪/২০২৬ ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে
২	ক) ১. মিঃ আনোয়ারউল ইসলাম, পিতা– ইয়াসিন মণ্ডল ২. মিসেস রহিমা বিবি, স্বামী– আনোয়ারউল ইসলাম খ) বেড়াচাঁপা শাখা গ) PUNBABA40476591	নিম্নোক্ত জমির ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– যাদবপুর, মোল্লাপাড়া, পোঃঅঃ– হাদিপুর, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা– বিরামপুর কুমরুলি, জে এল নং ৯৮, তৌজি নং ১১, হাল কৃষি খতিয়ান নং ৭০৮, এল আর খতিয়ান নং ১৩২২, এল আর দাগ নং ৯, থানা এবং এডিএসআর অফিস– দেগঙ্গা, জমির পরিমাপ ০৫ ডেসিমেল, এডিএসআর– দেগঙ্গা সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ২৩ থেকে ৩৮–তে নথিভুক্ত ২০১৪ সালের দলিল নং I–৫০১৯ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস রহিমা বিবি। প্রেমিসেসের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৬ ফুট চওড়া কাঁচা পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ– আবদার শেখের বাঁশবাগান; পূর্ব– আনোয়ারউল ইসলামের বাগান; পশ্চিম– বক্কর শেখের পুকুর। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	₹১০,২৯,৯৯৩.৪৬ + ০১.০৫.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১০.০০ লক্ষ খ) ₹১.০০ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ	ক) ১৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	ক) বিশ্বনাথ কর্মকার, পিতা– অমূল্য কর্মকার খ) বেড়াচাঁপা ব্রাঞ্চ গ) PUNBABA40315835	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দেউলিয়া, এল আর খতিয়ান নং ৩৪৩৭, এল আর দাগ নং ১৬৮৪, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪২৪, কনভার্সন সার্টিফিকেট কেস নং ৩০/২০০৭ অনুযায়ী বন্ধক প্রদত্ত বাস্তু জমির পরিমাপ– ৮ ডেসিমেল। এডিএসআর– দেগঙ্গা সমীপে বই নং ১, ভলিউম নং ৪১, পৃষ্ঠা নং ২৮৩ থেকে ২৯০–তে রেজিস্টার্ড ১৯৯৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ২২৫৮ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা বিশ্বনাথ কর্মকার–এর নামে। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– প্রাইমারি স্কুল; দক্ষিণ– ১৫ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– দেবেন কর্মকারের বাড়ি; পশ্চিম– গৌরহরি ঘোষের ফাঁকা জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	₹১৯,৭৬,০১৩.৬৯ + ০১.০৫.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹২৬.০০ লক্ষ খ) ₹২.৬০ লক্ষ গ) ₹০.৩০ লক্ষ	ক) ১৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	ক) মেসার্স রহিমা ট্রেডার্স, প্রোপ্রাইটর: প্রয়াত আবদুল সেলিম মণ্ডল, পিতা আবদুল মালেক মণ্ডল, আইনি উত্তরাধিকারী/ সাকসেসর/ প্রিডিসিসর/ প্রিডিসিসর ইন ইন্টারেস্ট–এর মাধ্যমে (১) শ্রী আবদুল মালেক মণ্ডল, প্রয়াত আবদুল সেলিম মণ্ডলের পিতা (২) শ্রীমতী আজিমোনেসা বিবি, প্রয়াত আবদুল সেলিম মণ্ডলের মাতা (৩) সাবিনা ইয়াসমিন, স্বামী– প্রয়াত আবদুল সেলিম মণ্ডল (৪) রহিমা খাতুন, পিতা– প্রয়াত আবদুল সেলিম মণ্ডল (৫) এহসান মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত আবদুল সেলিম মণ্ডল (৬) সাবিনা ইয়াসমিন (জামিনদার), স্বামী– মিঃ আবদুল সেলিম মণ্ডল খ) বেড়াচাঁপা শাখা গ) PUNBABA40367576	জমি এবং বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা–রাইকোলা, থানা– দেগঙ্গা, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, জে এল নং ৫৪, তৌজি নং ১১, এল আর খতিয়ান নং ১১৭৬, দাগ নং ১০৬৯, মাপ ৫.২৫ ডেসিমেল, ২০১৪ সালের দলিল নং ২৫৮ অনুসারে। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী প্রয়াত আবদুল সালিম মণ্ডল, পিতা শ্রী মালেক আলি মণ্ডল। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	₹৮,৫৫,৩৬০.৫০ + ০১.০৭.২০১৭ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১০.৫০ লক্ষ খ) ₹১.০৫ লক্ষ গ) ০.১৫ লক্ষ	ক) ১৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	ক) মিঃ রাজকুমার কর্মকার, পিতা– শ্রী ভোলানাথ কর্মকার খ) সোহাইহাট শাখা গ) PUNBABA860286630	একতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ১.৮ বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– ফজিলপুর, জে এল নং ১৫, আর এস নং ২৪০, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা– আনোয়ারপুর, আর এস ও এল আর দাগ নং ৪৭৭৯, আর এস খতিয়ান নং ৮৬৮, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ১৯৩৫, থানা– দেগঙ্গা, এডিএসআর– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। ডিএসআর–III, বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৭৪৫৯ থেকে ৭৪৭৩–তে নথিভুক্ত ও ০৬.১০.২০১৪ তারিখে সম্পাদিত ২০১৪ সালের স্বত্ব দলিল (দান দলিল) নং ৬২২৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ রাজকুমার কর্মকার। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	₹১১,৩২,৫৮৯.৮১ + ০১.০৪.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৫.০০ লক্ষ খ) ₹১.৫০ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ১৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	ক) মেসার্স সংযোগ, প্রোপ্রাইটর: সঞ্জীব ঘোষ খ) হৃদয়পুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা গ) PUNBABA7C161065443	বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত ও/বা সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ বা স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ ও পশ্চিম অভিমুখী সামান্য কমবেশি ১০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট শপ রুম নং ৫–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: অংশ বিশেষে প্লট/ দাগ নং ৫৯০৮ ও ৫৯০৯, সি এস খতিয়ান নং ১৫৯৭, আর এস খতিয়ান নং ৩৪১৩, মৌজা– আড়িয়াদহ, জে এল নং ১, আর এস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, কামারহাটি পুরসভার ১৩ নং (পুরনো) ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ১ (পুরনো), নতুন এফ/৭০, সংযুক্ত হোল্ডিং নং ৭/৭০/২, কুমুদ ঘোষাল রোড, কামারহাটি নিজ গ্রাম, আড়িয়াদহ, থানা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৫৭। এআরএ–II, কলকাতা সমীপে বই নং ১, ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ১৪৩০ থেকে ১৪৫৯–তে নথিভুক্ত ২০০৯ সালের বিক্রয় দলিল নং ০৬৩৮৬ অনুযায়ী সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব– কে পি শর্মার জমি; পশ্চিম– পুরসভার ড্রেন, তার পরে কুমুদ ঘোষাল রোড। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী সঞ্জীব ঘোষ। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	₹৯,৪১,৮৩৩.০০ + ০১.০৬.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৮.০০ লক্ষ খ) ₹০.৮০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ১৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–
এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. সম্পত্তির ওপর কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়ার দায় ব্যাঙ্ক নেবে না। যে কোনও ধরনের কর প্রদানের দায় কেবলমাত্র ক্রেতার ওপরেই বর্তাবে।

তারিখ: ৩০.০৫.২০২৬
স্থান: বারাসত
স্বাঃ– নির্মল ঝা, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক